গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (১৭ তলা)
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nrccb.gov.bd

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.৯৯.০০৭.১৯ (অংশ-১)-১৩১০

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪২৯
৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) বাজাসস (কমিটি-১৭) এর পত্র নং-১১.০০.০০০০.৭১৭.৫২.০০২(অংশ-৩).২২.৫৭; তারিখ: ০৩/০৮/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে, গত ২১ জুলাই, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬ তম বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

> "(৯) নদ-নদী বা জলাশয়ের উপর ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০০ মিটারের ছোট ব্রিজ নদীর ব্যাংক টু ব্যাংক সাসপেনশন ব্রিজ নির্মাণ করা উত্তম। নদীর মধ্যে কোন পিলার স্থাপন করা ঠিক হবেনা;"

০২। এমতাবস্থায়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: স্থায়ী কমিটির ৪৬ তম বৈঠকের কার্যবিবরণী

০৬/০৯/২২
মোঃ তৌহিদুর রহমান
সহকারী পরিচালক
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে): (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, পানি সম্পদ/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
৩। দপ্তর কপি (সংরক্ষণার্থে)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭
www.parliament.gov.bd

DD(A)

নং ১১.০০.০০০০.৭১৭.৫২.০০২(অংশ-৩).২২.৫৭

তারিখ : ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ ব.
০৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

বিষয় : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

একাদশ জাতীয় সংসদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬তম বৈঠক গত ২১ জুলাই, ২০২২ খ্রি./ ০৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ ব. রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের কার্যবিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য আদিষ্ট হয়ে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।

০৩/০৮/২০২২
(এস.এম.আমিনুল ইসলাম)
সহকারী সচিব (কমিটি-১৭)
ফোন: ৮১৭১৩৯৭।

AD (M)

বিতরণ সদয় কার্যার্থে:

১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার, (১২তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, বীরপ্রতীক গোলাম দস্তগীর গাজী সড়ক, ঢাকা ।
৩। কাউন্সিল অফিসার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চেয়ারম্যান-এর দপ্তর
ডায়েরী নম্বর ২৭৪৫

সচিব দপ্তর
ডায়েরী নং- ৭৭
তাং ৩১-০৮-২২

3 1 AUG 2022

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

গোপনীয়

৪৬তম বৈঠক

বিষয় : একাদশ জাতীয় সংসদের 'নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৪৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ।

সভাপতি: মেজর(অবঃ) রফিকুল ইসলাম,বীর উত্তম, ২৬৪ চাঁদপুর-৫, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ২১ জুলাই, ২০২২খ্রি./০৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ ব.

রোজ : বৃহস্পতিবার।

সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

স্থান : সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষ।

২.০। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ :

(ক) কমিটি'র ৪৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
(খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সার্বিক কার্যক্রম এবং বর্তমানে এর সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;
(গ) বিবিধ।

৩.০। বৈঠকে উপস্থিতি:

৩.১। বৈঠকে উপস্থিত কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম :

ক্রঃ নং	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১।	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	সদস্য
২।	জনাব এস এম শাহজাদা	১১৩ পটুয়াখালী-৩	সদস্য

৩.২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) জনাব এস. এম. ফেরদৌস আলম, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী, উপপরিচালক ড. খ ম কবিরুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৩.৩। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিচালক (গ্রন্থাগার ও গবেষণা) ও কমিটি সচিব বেগম মালেকা পারভীন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব আব্দুল জব্বার, কমিটি শাখা-১৭ এর সহকারী সচিব জনাব এস. এম. আমিনুল ইসলাম এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম মৌমিতা নাসরাত রুমা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

০.৪। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

০.৫। আলাচ্যসূচি ২(ক) : কমিটির ৪৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন :

৫.১। সভাপতি গত ৪৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন-এর জন্য উত্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর ৩নং পৃষ্ঠার ১ম লাইনে অবস্থিত 'প্রায় ৭.৫০ কোটি (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা' এবং ১৬নং পৃষ্ঠার সিদ্ধান্ত

১০(২)-এ ৬৫,৬১,৮৮৪.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত চুরাশি) টাকা-এর স্থলে '৭,৪৯,০৮,৬৮৪ কোটি (সাত কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত চুরাশি) টাকা' এই সংশোধনী করে ৪৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

০.৬। আলাচ্যসূচি ২(খ): জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-এর সার্বিক কার্যক্রম, বর্তমানে সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা :

৬.১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী-এর আহ্বানক্রমে কমিশনের উপপরিচালক ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বৈঠকে উপস্থাপিত কার্যপত্রের আলোকে ঢাকার চারপাশের নদ-নদীগুলোকে দূষণ মুক্তকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা, অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও উচ্ছেদ কার্যক্রম, বিভাগওয়ারী অবৈধ দখলদার এবং উচ্ছেদ পরিসংখ্যান, দখল ও পুনঃদখল প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম, নদ-নদীর পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম, গবেষণা, সমীক্ষা এবং তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম, কমিশনের কাযক্রম জোরদারকরণের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলী, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদিসহ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি জানান, ৫৭,৮৬২টি অবৈধ দখলদারের মধ্যে ১৩,৫৬৪টি উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বাকিগুলোর উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি কমিশনের কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা/সমস্যাবলীর বর্ণনাসহ জনবল সংকটের বিষয়টি কমিটিতে তুলে ধরেন। নদী রক্ষা কমিশনকে বিবাদী করে সারাদেশে নদী সংক্রান্ত বিষয়ে ১১০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলা পরিচালনার জন্য সারাদেশে ৪০ জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োজিত আছেন মর্মে কমিটিকে অবহিত করা হয়।

৬.২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী 'বিশ্ব নদী দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত নানা পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। বিদ্যমান জনবল দ্বারা এইসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য সংযুক্তিতে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল যাতে যথাসময়ে পদায়ন হয় সেজন্য তিনি কমিটির সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট একটি বিশেষ এনজিও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পরিকল্পিতভাবে নদী সংক্রান্ত অনেক মামলা করছে। দখলদারের পক্ষে কেউ যখন কোনো মামলা করে, আর সেই মামলা যদি ঠিকভাবে পরিচালনা না হয় তাহলে মামলাটি একপাক্ষিক খারিজ হয়। এর ফলে দখলদার তার পক্ষে একটা রায় পেয়ে যায়। আর এই রায়ের কাগজ দিয়ে দখলদার মিউটেশন করতে পারে। এভাবে কি পরিমাণ জমি সরকারের হাতছাড়া হয়ে গেছে তা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট এনজিও-কে দুই দফায় চিঠি প্রদান করা হলে তারা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে, যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন।

৬.৩। মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, নদী রক্ষা কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে শুধুমাত্র চিঠি চালাচালির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কমিশন এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে

সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করলে অনেক সুফল পাওয়া যাবে। শিল্প ও এলজিইআরডি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নদী দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তবে এসব কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট থাকা জরুরী। প্রয়োজনে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈঠক করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। ল্যাব স্থাপন এবং রিসার্চ কার্যক্রম নদী রক্ষা কমিশনের জন্য এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

৬.৪। মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা বুড়িগঙ্গা নদীর পানির দূষণ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। পানি দূষণের ফলে শুধু ঢাকার আশপাশের নদীর জীববৈচিত্র্যই নষ্ট হচ্ছে তা নয়, দেশের সকল নদ-নদীর জীববৈচিত্র্যই নষ্ট হচ্ছে। তাঁর এলাকাসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় বিশেষ এক ধরনের জাল দিয়ে মাছের পোণা ধরার সময়ে অনেক ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ জালে উঠে আসে যা কোনো কোনো মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মাছের পোণা সংগ্রহ করে বাকি সব কীটপতঙ্গ ফেলে রেখে যায়। এতে করে ব্যাপকভাবে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।

৬.৫। মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীর পানিই যে শুধু দূষণ হচ্ছে তা নয়, সারাদেশের নদীর পানিই দূষণ হচ্ছে। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নদী দখল এবং নদীর পানি দূষণের কুফল সম্পর্কে জনগণের অবহিতির জন্য আসন্ন 'বিশ্ব নদী দিবস' জাঁকজমক-পূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানান। আগামী ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন পালনের পূর্বে এ কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৬.৬। দখলদারদের পক্ষে যারা মামলা করছে তারা পরিকল্পিতভাবে এসব মামলা করছে বলে কমিটি মত প্রকাশ করে। কেন এসব মামলা করছে সে ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। দায়েরকৃত মামলা সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে হাইকোর্টকে জানানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মামলার প্রেক্ষিতে রায় কী হয় সভাপতি সেব্যাপারে কমিশনকে নিয়মিত খোঁজখবর রেখে প্রয়োজনে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার পরামর্শ দেন। তিনি আগামী ৬ মাসের মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদীসহ ঢাকার আশপাশের আরো দুই/তিনটি নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন 'গ্র্যাব ড্রেজার' দ্বারা অপসারণ করে নদী দূষণ মুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পুনরায় যাতে নদীর পানি দূষণ না হয় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। এব্যাপারে কমিটির সার্বিক সহযোগিতা থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

দূষণ সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে 'নদী দূষণ এবং পরিবেশ দূষণ' বিষয়টি ১ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। নদীর পানি যাতে দূষণমুক্ত রাখা যায় বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি কতটা দুষিত, পানিতে কী পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আছে এবং এ ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করলে কী কী রোগ হতে পারে-সেসম্পর্কে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জানানোর

উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সেই লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণের উপস্থিতিতে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাপূর্বক এর ফলাফল টিভিতে প্রচার করা হলে দেশের জনগণ দূষণের ব্যাপকতা সম্পর্কে জানতে পারবে। ছাত্র-ছাত্রীরাও নদী দূষণ সম্পর্কে অবহিত হবে এবং নদী, খাল, বিল সহ পরিবেশ রক্ষায় তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। তিনি নদী রক্ষা কমিশন এবং বিআইডব্লিউটিএ-এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজ সম্পাদনের পরামর্শ দেন।

০.৭। **আলোচ্যসূচি ২(গ): বিবিধ :**

৭.১। মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল জানান, তাঁর নির্বাচনী এলাকার সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে গত ১৩/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে ভারত থেকে আগত ব্লিচিং পাউডার ভর্তি ৩টি ট্রাকের মধ্যে ১টি ট্রাকে আগুন ধরে গেলে অনেক চেষ্টার পরে আগুন নিভানোর পরে রাতে অপর ২টি ট্রাকে পুনরায় আগুন লাগে। ব্লিচিং পাউডার সাধারণত ড্রামে বা প্লাস্টিক বক্সে করে আসার কথা। কিন্তু এসব ট্রাকের ব্লিচিং পাউডার বস্তায় ছিল। ব্লিচিং পাউডার ভর্তি ট্রাকে আগুন লাগার কারণ তদন্তের জন্য ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে কমিটি গঠিত হয়েছে। বিষয়টি আরো অধিকতর তদন্তের জন্য তিনি একটি সংসদীয় সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

৭.২। সভাপতি মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল এর প্রস্তাবমতে সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে ব্লিচিং পাউডার ভর্তি ট্রাকে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬নং সাব-কমিটি গঠন করেন :

(১) জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, ১ পঞ্চগড়-১, আহ্বায়ক,
(২) জনাব রনজিত কুমার রায়, ৮৬ যশোর-৪, সদস্য,
(৩) ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, [illegible] চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, সদস্য,

ট্রাকে আগুন লাগার কারণ তদন্তের জন্য ইতোপূর্বে স্থানীয়ভাবে গঠিত কমিটির সাথে সংসদীয় সাব-কমিটি আলোচনা করে যথাশীঘ্র তদন্ত-প্রতিবেদন মূল কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

০.৮। **বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :**

(১) কতিপয় সংশোধনী সাপেক্ষে গত ৪৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়;

(২) নদী সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বিশেষ এনজিও কেন এতো মামলা করছে? সে ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) নদী সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে হাইকোর্টকে জানাতে হবে এবং এসব মামলার রায় কী হয় সেব্যাপারে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিয়মিত খোঁজ-খবর রেখে প্রয়োজনে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবে;

(৪) আগামী ৬ মাসের মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদীসহ ঢাকার আশপাশের আরো দুই/তিনটি নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন 'গ্র্যাব ড্রেজার' দ্বারা অপসারণ করে নদী দূষণমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ সহ পুনরায় যেন নদীর পানি দূষিত না হয় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(৫) দূষণ সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে 'নদী দূষণ এবং পরিবেশ দূষণ' এর বিষয়টি ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(৬) নদীর পানি যাতে দূষণমুক্ত রাখা যায় সেজন্য-বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি কতটা দুষিত হচ্ছে, পানিতে কী পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আছে এবং এ ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করলে কী কী রোগ হতে পারে সে সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করার জন্য তাদের উপস্থিতিতে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাপূর্বক এর ফলাফল টিভিতে প্রচারের ব্যবস্থা করা ফলপ্রসূ হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বিআইডব্লিউটিএ-এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৭) ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর দূষণরোধে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

(৮) ১৯৪০ সালের নদ-নদী ও নৌরুটের তালিকা এবং বর্তমানে নদ-নদী ও নৌরুটের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া ১৯৪০ সালের নদীর ম্যাপ এবং বর্তমানে নদীর ম্যাপ সংগ্রহ করতে হবে;

(৯) নদ-নদী বা জলাশয়ের উপর ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০০ মিটারের ছোট ব্রিজ নদীর ব্যাংক টু ব্যাংক সাসপেনশন ব্রিজ নির্মাণ করা উত্তম। নদীর মধ্যে কোন পিলার স্থাপন করা ঠিক হবেনা;

(১০) ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণমুক্ত করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং বিআইডব্লিউটিএ এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

(১১) সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে ব্লিচিং পাউডার ভর্তি ট্রাকে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬নং সাব-কমিটি গঠন করা হয় :

(১) জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, ১ পঞ্চগড়-১, আহ্বায়ক,
(২) জনাব রনজিত কুমার রায়, ৮৮ যশোর-৪, সদস্য,
(৩) ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, ৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, সদস্য,

গঠিত সাব-কমিটি যথাশীঘ্র তদন্ত-প্রতিবেদন মূল কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

০৯। এরপর বৈঠকে উপস্থিত কারো কোনো বক্তব্য না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি দুপুর ১-৩০ ঘটিকায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

03 Aug., 2022

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম,এমপি
সভাপতি
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।